ব্লসম

নিউজ লেটার

জুলাই, 2024

abha
IVF & Gynaecological Expert

এডিশন 1 | ভলিউম 1 | জুলাই 25, 2024

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ডেস্ক থেকে

প্রিয় পাঠকগণ,

ব্লসম-এর প্রথম সংস্করণে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের ত্রৈমাসিক নিউজলেটারের প্রথম সংস্করণ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে আমরা ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের (আইভিএফ) উপর বিভিন্ন তথ্য ও আমাদের সাফল্যের কথা তুলে ধরবো এবং আমাদের সদস্যদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো । এছাড়াও, এতে এমন কিছু বিভাগ থাকবে যা আপনারা পড়তে পছন্দ করবেন।

আভা সার্জি সেন্টার প্রায় 30 বছর আগে গাইনোকোলজি এবং প্রজনন ক্ষেত্রে বিশ্বমানের, সাশ্রয়ী ও উচ্চ-মানের ক্লিনিকাল সেবা প্রদান করার দায়বদ্ধতা নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে এমন অসাধারণ আইভিএফের চিকিৎসা প্রদানে পরিণত হয় যা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের রোগীরা উপকৃত হন। বছর বছর ধরে, আমরা ভারতের বিভিন্ন অংশ এবং প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসা অসংখ্য নিঃসন্তান দম্পতির জীবনে আনন্দ এবং সুখ আনতে সফল হয়েছি। আমাদের বিস্তৃত সেবার মধ্যে রয়েছে বন্ধ্যাত্বের তদন্ত এবং চিকিৎসা, ল্যাপারোস্কপি / হিস্টেরোস্কপি, আইইউআই, আইসিএসআই, ডিম্বাণু দান এবং সারোগেসি। পাশাপাশি আভা সার্জি সেন্টার গাইনোকোলজি চিকিৎসাও প্রদান করে।

সাম্প্রতিক কালে, বাড়তি সচেতনতা এবং সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির (ARTs) অগ্রগতির কারণে আইভিএফকে বন্ধ্যাত্বের জন্য একটি মূলধারার চিকিৎসা হিসাবে সামনে এনেছে। তবুও, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আইভিএফের যাত্রা একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, যা তাৎক্ষণিকভাবে পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণের যাদুকাঠি হয়ে ওঠেনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা উদাহরণ দিই। যারা সন্তান ধারণ করতে চায় কিন্তু বন্ধ্যাত্বের সাথে লড়াই করে, তাদের জন্য এই যাত্রা প্রায়শই একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শের অনেক আগে শুরু হয়। ভারত এবং প্রতিবেশী অঞ্চলে যেখানে অনুরূপ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে, অনেক দম্পতি গভীর হতাশা এবং সামাজিক চাপের মুখোমুখি হন। কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরে, বন্ধ্যাত্বের জন্য অন্যায়ভাবে স্ত্রীর উপর দায় চাপানো হয়, কখনও কখনও পারিবারিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকিও দেওয়া হয়।

যখন দম্পতিরা আইভিএফের কথা ভাবতে শুরু করে, তারা প্রায়শই আবেগতাড়িত হয়ে যায় - বিভ্রান্তি, হতাশা, রাগ, ভয়, ঈর্ষা এমনকি বিষণ্নতা - যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সফল আইভিএফের পথটি অনেক মানসিক চড়াই-উতরাই-এর মধ্যে দিয়ে যায়, যেখানে প্রচুর সহনশীলতা এবং সমর্থনের প্রয়োজন। তবুও, সর্বোত্তম প্রজনন কেন্দ্র কি শতভাগ সাফল্যের হারের পূর্বাভাস দিতে পারে? কখনোই পারে না।

আবার, নন মেডিকেলের ব্যক্তিরা প্রায়শই আইভিএফ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে, যার প্রতিটি যদি সঠিক তথ্য দিয়ে সমাধান না করা হয় তবে তা একটি সম্ভাব্য স্ট্রেস ট্রিগার করতে পারে। তারা প্রশ্ন করতে পারেন - "আইভিএফ কী? এটি আমাদের কীভাবে উপকৃত করবে?" থেকে "মা কি চিকিৎসার চাপ সহ্য করতে পারবে?" এবং "আমরা কি আমাদের আইভিএফ শিশুর জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হব?" - ইত্যাদি।

আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন, প্রতিটি উদ্বেগের জন্য, আইভিএফ যাত্রাটি সফলভাবে পরিচালনার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা রয়েছে।

শেষে এটাই বলব যে, আইভিএফ সম্পর্কে প্রচলিত কল্পকথা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমি কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি:

আমি তরুণ এবং সুস্থ; বন্ধ্যাত্ব আমার সমস্যা নয়

আপনি যদি একটি সন্তানের জন্য চেষ্টা করছেন এবং প্রাকৃতিকভাবে গর্ভধারণ করতে সক্ষম না হন, তবে সমস্যাটি দ্রুত সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বন্ধ্যাত্বকে একটি রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস।

আইভিএফ খুব ব্যয়বহুল এবং অপ্রাপ্য

যদিও প্রক্রিয়াটি ব্যয়বহুল, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আইভিএফ আরও প্রাপ্তিযোগ্য হয়েছে। খরচটা চিকিৎসা, ওষুধ এবং অতিরিক্ত পরিষেবার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। আপনার চিকিৎসার সহায়ক দল আপনাকে আর্থিক প্রভাব সম্পর্কে গাইড করতে পারবে।

আইভিএফ নিঃসন্তান অবস্থার শেষ অবলম্বন

না। নির্দিষ্ট কেসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের ARTs উপলব্ধ করার উপায় রয়েছে। আইভিএফ চূড়ান্ত বিকল্প নয়, তবে অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটি।

আইভিএফ মায়ের শরীরের জন্য নিরাপদ নয়

বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হলে, আইভিএফ নিরাপদ। প্রজনন চিকিৎসা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় না, যা বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন।

ব্লসমের প্রথম সংস্করণের উপর আপনাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ড. বানী কুমার মিত্র

আইভিএফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আইভিএফ (IVF) বিশ্বজুড়ে অসংখ্য দম্পতির জন্য এক আশা-প্রদীপ। আইভিএফ শুরু হয়েছিল 1930-এর দশকে ভ্রূণবিদ্যার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে। এরপর কয়েক বছরের গবেষণার পর, 1978 সালের 25জুলাই প্যাট্রিক স্টেপটো এবং রবার্ট এডওয়ার্ডসের দ্বারা প্রথম সফল আইভিএফ সন্তানের জন্ম ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। লেসলি এবং পিটার ব্রাউন এর কন্যা, লুইস জয় ব্রাউন, 102 আইভিএফ চক্রের পর বিশ্বের প্রথম টেস্ট-টিউব শিশু হয়ে জন্মেছিল। 1978সালের অক্টোবরে, হাজারিবাগের ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রাথমিক যন্ত্রপাতি এবং একটি গৃহস্থালির রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করে ভারতের প্রথম টেস্ট-টিউব শিশু "দুর্গা'র" (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল) জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন, যা আইভিএফ-এর বৈশ্বিক সম্ভাবনা আরও প্রকট করেছিল।

আইভিএফের ইতিবাচক প্রভাব

আইভিএফ এবং সম্পর্কিত চিকিৎসা এখন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দ্রুত অগ্রগতির মাধ্যমে সহায়ক হয়েছে এবং বেসরকারী ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার ফলে এগিয়ে গেছে। আইভিএফ কেন্দ্রগুলি ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে শহরগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ফলে চিকিৎসা আরও সহজলভ্য হয়েছে।

- **কলঙ্ক ও দুঃখ কাটিয়ে উঠা:** আইভিএফ অসংখ্য নিঃসন্তান দম্পতির জন্য আশা প্রদান করেছে, যা তাদেরকে বন্ধ্যাত্বের মানসিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে।

- **গর্ভধারণের সাফল্যের হার বৃদ্ধি:** প্রতিভাবান ডাক্তাররা সারা বিশ্বে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন, যা মহিলাদের 30 ও 40-এর দশকে সুস্থ শিশু জন্ম দিতে সক্ষম করেছে, সবচেয়ে সক্ষম ডিমগুলি নিষিক্তকরণের জন্য নির্বাচন করে।

- **উর্বরতা সংরক্ষণ:** আইভিএফ দম্পতিদের ভবিষ্যতের পারিবারিক পরিকল্পনার জন্য তাদের উর্বরতা সংরক্ষণ করতে দেয়, তা চিকিৎসার কারণ হোক বা ব্যক্তিগত কারণ।

- **অন্তর্ভুক্তি:** আইভিএফ একই-লিঙ্গের দম্পতি এবং একক পিতা-মাতাকে জৈবিক শিশু জন্ম দেওয়ার সুযোগ দেয়, নিরাপদ ও কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণ করে।

উপসংহার: আইভিএফ এবং সম্পর্কিত বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসক আপনার সুবিধা এবং অসুবিধা বিবেচনা করে একটি স্বনির্ধারিত চিকিৎসা পরিকল্পনা করে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা, সহনশীলতা এবং সহায়ক পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলুন এবং জেনে রাখুন যে আইভিএফ পিতা-মাতার স্বপ্নকে একটি সুন্দর বাস্তবতায় পরিণত করতে পারে।

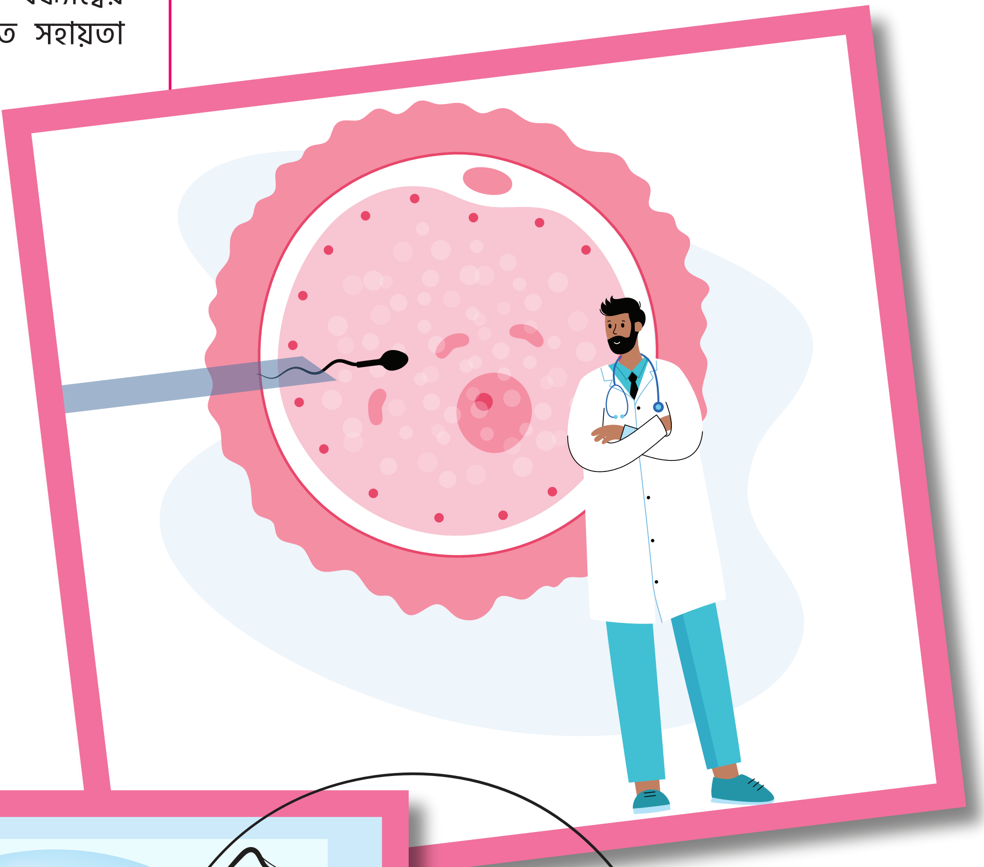

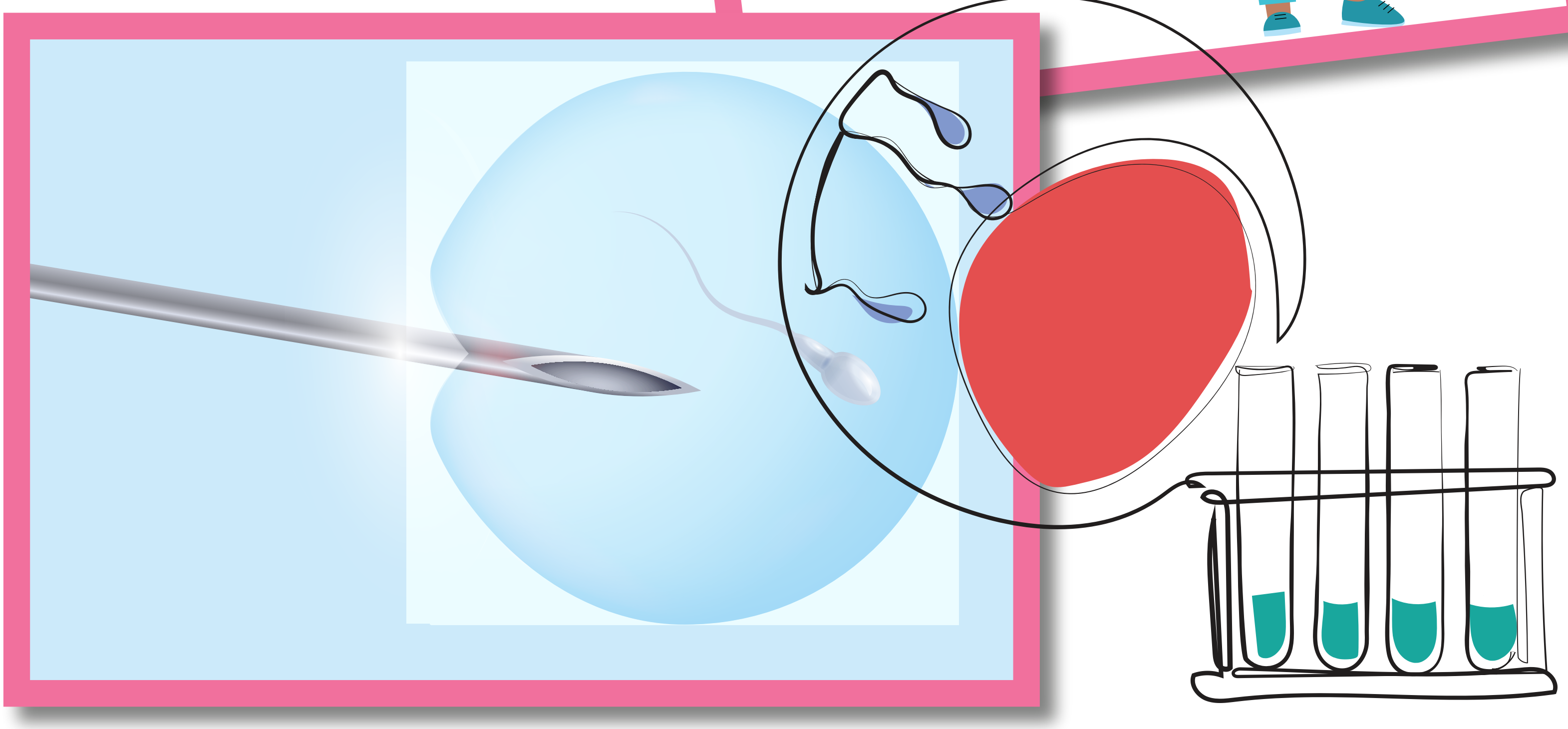

পেশাগত কাউন্সেলিং কিভাবে আইভিএফ-এর মধ্যে থাকা রোগীদের সামাজিক এবং মানসিক চাপ কমাতে পারে

বাকি বিশ্বের মতো ভারতেও আইভিএফ করার সময় রোগীদের আবেগ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্ক জীবনের যে কোন বড় ঘটনার মতোই। যদিও আমরা আইভিএফ – এর যাত্রা সম্পর্কে একটি সাধারণ অনুমান করতে পারি, কিন্তু বাস্তবে একজন বন্ধ্যাত্ব রোগীর নিজের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই অনন্য এবং গভীরভাবে ব্যক্তিগত থাকে। চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত স্ট্রেস বা চাপ এবং ব্যথার অবস্থান প্রতিটি ব্যক্তির স্বাস্থ্য, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আইভিএফ এবং অন্যান্য 'ART' একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া যেখানে সোনোগ্রাম, ইনজেক্‌শন এবং সংশ্লিষ্ট চিকিত্সা পদ্ধতি গ্রহণের সময় প্রতিটি মহিলা মানসিক অবস্থার ওঠানামা এবং উদ্বেগের স্তরের মধ্য দিয়ে যান, যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক অস্বস্তিও।

কিছু রোগী এবং দম্পতির জন্য, আইভিএফ-এর অভিজ্ঞতা প্রচুর মানসিক ঝুঁকি বহন করে। কারণ সামাজিক, শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক – ইত্যাদি অনেকগুলি পরিবর্তনশীল বিষয় রয়েছে - যার কোন একটির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। প্রশ্নগুলো এরকম হতে পারে, 'আইভিএফ আসলে কি?', 'আপনি কি আমার সাফল্যের ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন?', এ থেকে, 'ভারতে বীমা কভারেজ কি বন্ধ্যাত্বের চিকিত্সা অন্তর্ভুক্ত করবে?', 'আমি যদি চিকিৎসায় সাড়া না দিই?', ইত্যাদি রকমের।

এমত বিষয়ের ঠিক অন্য প্রান্তে স্ত্রীর জন্য থাকে সামাজিক 'হুমকি' (ভারত এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে) যে সে তার আইনি 'NOK' (Next of Kin) বা পরবর্তী প্রজন্ম হিসাবে তার মর্যাদা হারাতে পারে এবং একটি সন্তান এবং উত্তরাধিকারী বহন করতে অক্ষম হয়েও যদি সে তার স্বামীর বাড়ির অংশ দাবি করে। এক্ষেত্রে, সন্তান লাভের জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হতে পারে এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্য কাউকে আনা হতে পারে। বন্ধ্যাত্ব প্রভাব বিস্তার করলে এই ধরনের কঠোর পরিস্থিতি সম্ভবত মানসিক চাপ এবং অপমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ পরিণতি।

দম্পতির জটিল ও সংবেদনশীল মানসিক এবং আবেগগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে রোগীর ক্ষেত্রে, যখন তাঁরা ফার্টিলিটি কেন্দ্র নির্বাচন করে, তখন একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে সেই কেন্দ্রে একটি সুগঠিত পেশাদার কাউন্সেলিং এবং সহানুভূতিশীল সহায়তা দল থাকা উচিত যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রের কথা অনুধাবন করে। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে চিকিত্সা প্রদান করা, রোগীর প্রতিটি উদ্বেগের গুরুত্ব বিবেচনা করা এবং সমাধানের মাধ্যমে মোকাবিলার কৌশলগুলি নিবেদন করা। সংক্ষেপে, প্রতিটি রোগীর জন্য একটি নির্বাচিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরামর্শদাতাদের এই দলটিকে, রোগীদের আইভিএফ-এর মূল পর্যায়গুলি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এবং রোগীদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মাত্রা কমিয়ে, প্রক্রিয়াটিকে একটি ইতিবাচক প্রত্যাশায় রূপান্তরিত করা উচিত, যেমনটি স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে ঘটে। পর্যাপ্তভাবে রোগীদের নিরাপদ বোধ করতে হবে এবং এই সত্যটি জানতে হবে যে প্রক্রিয়াটির ফলাফল প্রত্যেকের জন্য অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

এই উপমহাদেশে, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) এবং সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (ARTs) সাধারণত আর্থ-সামাজিক কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা উপমহাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী মিশ্র কারণের সম্মিলনের দ্বারা প্রভাবিত। নানা বিষয় কাউন্সেলরদের দলকে উজ্জীবিত করে, অর্থাৎ প্রতিটি সুসজ্জিত অত্যাধুনিক ফার্টিলিটি কেন্দ্র এমন হওয়া উচিত, যেখানে ভয় এবং উদ্বেগ কমাতে রোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরা কাজ করবে এবং প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে তাঁদের সহায়তা করবে।

বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে সমাজের মনোভাব একটি দম্পতির সামাজিক অবস্থান এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে দেখা গেছে। যখন একজন দম্পতি ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে তাঁরা চেষ্টা করেও বাবা-মা হতে পারছেন না, তখন তাঁদের সন্তান ধারণের অক্ষমতা বিষয়ে একটি গভীর হতাশা তৈরি হয়। বিয়ের দুই বছর পর, মা হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করতে না পারলে, সমাজের বিভিন্ন ধরণের চাপ তাঁদের সামাজিক অবস্থানকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং এথেকে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এই সন্তানহীনতার কারণে পারিবারিক সমাবেশে দম্পতিকে সচেতন করা হয় এবং নিচু দৃষ্টিতে দেখা হয়।

এই অস্বাভাবিক সামাজিক চাপ উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যদি তাঁরা বিয়ের তিন-চার বছরের পরেও বাবা-মা হতে না পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত, পারিবারিক এবং সামাজিক চাপ দম্পতির বৈবাহিক জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিরূপভাবে প্রভাবিত হয় নিজের পরিবার, কাজ এবং সামাজিক কার্যকলাপ। অনেক ক্ষেত্রে, এর ফলে দম্পতির মধ্যে বন্ধন এবং ঘনিষ্ঠতার অভাবও দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলি একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ভারতের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও বিদ্যমান।

বন্ধ্যাত্বের কলঙ্ক কোনো বিশেষ আর্থ-সামাজিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না! পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে অভিন্ন যদিও এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে পারে। পরিস্থিতির জন্য স্ত্রীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরোক্ষভাবে এবং অথবা স্পষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়। আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামোতে শুধুমাত্র মায়েদের জন্য গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান। যে মহিলারা বহু চেষ্টা করেও নিঃসন্তান তাঁরা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন অসীম লজ্জা থেকে একাকীত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আবেগের অনুভব থেকে।

বর্তমানে, আইভিএফ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণের অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাব রয়েছে। একটি সাধারণ সামাজিক জটিলতার মধ্যে একটি দম্পতি মুখোমুখি হলে তাঁদের মেডিকেল টিম সুপারিশ করেন যে, আইভিএফ শিশুটি 'তাঁদের থেকে' জন্মগ্রহণ করে না। সেই অর্থে, এটি একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ বা 'স্ট্রেস ট্রিগার' হয়ে ওঠে। অতএব এক্ষেত্রে, কিছু রোগীকে বিস্তৃত কাউন্সেলিংএর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সেই ভ্রূণটি তাঁদের নিজস্ব দেহের কোষ এবং যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে তা একান্তই তাঁদেরই।

অধিকাংশই উচ্চ মাত্রার বিভ্রান্তি, দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাবার কারণে আইভিএফ-এর চিকিৎসা প্রক্রিয়া বেশিরভাগ রোগীর জন্য চাপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এটি স্বাভাবিক, কারণ এটি একটি অপরিচিত চিকিৎসা, ফলে ওষুধ, পরীক্ষা এবং প্রোটোকলের সঙ্গে একটি নতুন অভিজ্ঞতা যা কয়েক মাস ধরে পরিবর্তন হ'তে পারে। আপনার শিশুকে এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে আনার জন্য আপনাকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের একটি প্রশিক্ষিত দলের ওপর আস্থা রাখতে হবে, যা আপনি সম্পূর্ণরূপে সচেতন নাও হতে পারেন। এই সবের ফলে গর্ভাবস্থায় মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং প্রত্যাশার মাত্রা কমে যায় এবং গর্ভাবস্থায় এসবের ওঠাপড়ার ক্ষেত্রে সঠিক সহায়তা এবং সমস্যা সমাধানের কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

ব্লসম
নিউজ লেটার
জুলাই, 2024

সাত বারের আইভিএফ ব্যর্থতার পরে মায়ের কোলে জন্ম নেওয়া স্বাস্থ্যকর শিশু কন্যা - কীভাবে একজন রোগী আইভিএফ মাতৃত্বের জন্য মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেন।

একটি ব্যর্থ আইভিএফ প্রক্রিয়ায় মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তি বা দম্পতিদের জন্য তাঁদের এবং পরিবারের পক্ষে এটি একটি মানসিক এবং শারীরিকভাবে হতাশা প্রদানকারী অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। যেকোন দম্পতির ক্ষেত্রে হতাশার মুখোমুখি হওয়া এবং মানসিক প্রভাব, বিশেষ করে মায়ের ব্যর্থ আইভিএফ প্রক্রিয়ার পরে এটি গভীরতর হ'তে পারে। সুখী পিতৃত্বের আশায় অধিকাংশ ব্যক্তি এবং দম্পতি আইভিএফ-এ নির্ধারিত সময়, শক্তি এবং আর্থিক বিনিয়োগের সংস্থান করেন। তাঁরা এই আইভিএফ-কে তাঁদের নিজস্ব উর্বরতা সংগ্রামের সমাধান হিসেবেই দেখেন। যখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসে না, তখন দুঃখ, হতাশা, এমনকি অপরাধবোধও স্বাভাবিক। এই আবেগগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং আরও এগিয়ে চলা ও আবার চেষ্টা করা এই চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চিকিৎসার পাশাপাশি, রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং সামনের দিকে তাকাতে সাহায্য করার জন্য পেশাদার কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ।

আভা সার্জি টিম দ্বারা পরিচালিত বিশেষভাবে সফল আইভিএফ কেসগুলির মধ্যে অনন্য নজির, মিসেস সানা এস (রোগীর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নাম পরিবর্তিত) এর হৃদয়গ্রাহী কেসটি। যিনি একটি বা দুটি নয়, ব্যর্থতার সাতটি চক্র অতিক্রম করেছেন। তাঁর জীবনের এই অত্যন্ত চাপের সময়টি যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হয়ে, তিনি অষ্টম চক্রে একটি সফল ফলাফল অর্জন করতে গিয়েছিলেন ফার্টিলিটি কেন্দ্রে। তিনি তাঁর বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানান বিশেষজ্ঞ দলকে। সফলভাবে গর্ভধারণ সম্পন্ন করার পর সানা যখন একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দেন, এটি ছিল সবার জন্য অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। এখন তাঁর দুই বছর বয়সী সন্তানের সঙ্গে তিনি অপেক্ষা করছেন, আইভিএফ এর মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্য।

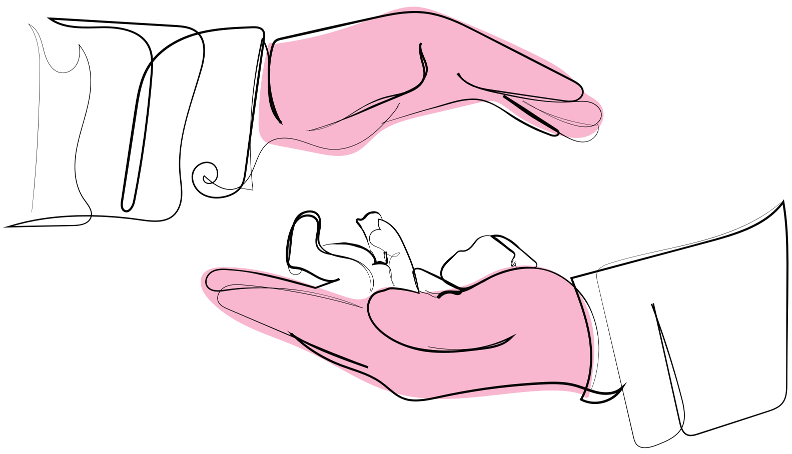

কেস স্টাডি

কিভাবে এক দম্পতির পিতৃত্ব-মাতৃত্বের স্বপ্ন আভা সার্জিতে সত্যি হলো

"প্রথমে, আমরা একে অপরকে পেয়েছিলাম। তারপর, আমরা তোমাকে পেলাম। এখন, আমাদের সবকিছু আছে।" সংক্ষেপে, এই ছোট লাইনটি পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের অপরিসীম আনন্দকে প্রকাশ করে। বেশিরভাগ দম্পতি কেন তাদের নিজস্ব পরিবার শুরু করতে চান এবং তাদের ছোট্ট সন্তানের আগমনে গভীর সুখ পান, তা বোঝা কঠিন নয়। তবে, আমরা জানি, সবার জন্য গল্পটি একই নয়। এমন কিছু দম্পতি আছেন যারা প্রাকৃতিকভাবে পিতা-মাতা হতে ব্যর্থ হন। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অরগানাইজেশনের (WHO) মতে, বন্ধ্যাত্ব হল পুরুষ বা মহিলা প্রজনন ব্যবস্থার একটি রোগ যা 12 মাস চেষ্টা করার পরেও গর্ভধারণে ব্যর্থ হন।

তবে, ভাল খবর হল যে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি এবং আইভিএফ সহ সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির (ART) মাধ্যমে ডাক্তাররা অনেক নিঃসন্তান দম্পতির পিতৃত্ব-মাতৃত্ব স্পন পূর্ণ করতে সফল হচ্ছে।

এই প্রবন্ধে, আমরা 30-এর মধ্যের এক দম্পতির কেস স্টাডি উপস্থাপন করছি যারা আগে পিতা-মাতা হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং পিতা-মাতা হওয়ার ইচ্ছায় আভা সার্জি সেন্টারে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। সম্ভাব্য মায়ের বয়স ছিল প্রায় 35 বছর। তিনি নয় বছর ধরে বিবাহিত ছিলেন এবং হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছিলেন, অর্থাৎ, তার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড শরীরের প্রয়োজনীয় স্তরের হরমোন তৈরি করতে পারছিল না। স্বামীও হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন।

তাদের নয় বছরের বিবাহিত জীবনে, তারা কখনও গর্ভধারণ করতে সক্ষম হননি। তিনি আগে একটি ভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে ল্যাপারোস্কপি করিয়েছিলেন, যেখানে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে এটি "অজানা বন্ধ্যাত্ব" এর একটি কেস ছিল, কারণ তার ফালোপিয়ান টিউব ঠিক ছিল এবং তার ডিম্বাণু সংরক্ষণ (ওভারি) স্বাভাবিক ছিল। দম্পতি একবার আইইউআই (ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন) এবং দু'বার আইভিএফ (ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন) করার চেষ্টা করেছিলেন – বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে, এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আভা সার্জিতে, আমরা পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলি আবার পরীক্ষা করে দেখি যে সেগুলি সঠিক ছিল। তবে, আমরা ওভামের গুণমান সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম যা একটি সমস্যার কারন হতে পারে। আমরা রোগীকে ওভাম পিকআপ এবং ফ্রোজেন এমব্রিও ট্রান্সফারের মাধ্যমে রেখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সফল প্রক্রিয়া করতে পারিনি। এরপর, আমরা কারণ নির্ধারণের জন্য একটি ত্রুটি পরীক্ষা করি। এর পরে, আমরা দ্বিতীয় আইভিএফে সফল হই।

যখন প্রথম এমব্রিও ট্রান্সফার সফল হয়নি, তখন আমরা তার এন্ডোমেট্রিয়ামের (ইউটেরাসের ইনারলাইনিঙ) একটি বিস্তারিত পরীক্ষা করেছি। দ্বিতীয়বার, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সফল হয়েছিল।

ড. বানী কুমার মিত্র এবং ড. নীলোৎপল রায় রোগীর গর্ভাবস্থার সময় চিকিৎসা করেন। তিনি এই বছরের জানুয়ারি মাসে একটি সুস্থ শিশু প্রসব করেছেন। তার কোন প্রসব পরবর্তী জটিলতা হয়নি।

আমরা সুপারিশ করব যে রোগীরা, বিশেষ করে হবু মা পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি ধৈর্যশীল এবং আশাবাদী মনোভাব গ্রহণ করুন। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, রোগী ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে প্রায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আজ, আমরা বলতে পারি, তার প্রতীক্ষিত স্বপ্ন আইভিএফের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

abha
IVF & Gynaecological Expert

ব্লসম
নিউজ লেটার
জুলাই, 2024

আইভিএফ সম্পর্কে কল্পকথা

এই যুগেও, সহজলভ্য তথ্যের মাঝে, উর্বরতা এবং ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) সম্পর্কে বেশ কয়েকটি কল্পকথা রয়েছে যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচে দেওয়া হলো

উর্বরতা নিয়ে মাথা ব্যাথা করার কিছু নেই

যদি আপনি সন্তান নিতে চান এবং স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করতে না পারেন, তাহলে সময় নষ্ট না করে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) হাইপারটেনশনের এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগ হিসেবে বন্ধ্যাত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক বছর চেষ্টা করার পরেও যদি একজন নারী গর্ভধারণ করতে না পারেন, তবে এটি বন্ধ্যাত্ব হিসেবে গণ্য হয়।

ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন খুব দামী এবং অপ্রাপ্য

যদিও আইভিএফ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সাথে সাথে এটি আর অপ্রাপ্য নয়। আইভিএফের খরচ নির্ভর করে চিকিৎসার ধরন, ব্যবহৃত ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সহায়তা ও পরিষেবার উপর।

ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন খুব দামী এবং অপ্রাপ্য

যদিও আইভিএফ একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সাথে সাথে এটি আর অপ্রাপ্য নয়। আইভিএফের খরচ নির্ভর করে চিকিৎসার ধরন, ব্যবহৃত ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সহায়তা ও পরিষেবার উপর।

আইভিএফ মায়ের শরীরের জন্য নিরাপদ নয়

এটির পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হলে, আইভিএফ এবং অন্যান্য ARTs নিরাপদ। চিকিৎসাগত জটিলতাও বিরল। এমন কি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছেন যে, উর্বরতার ওষুধ গ্রহণ বা আইভিএফ করার ফলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় না।

শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্য - শুরু থেকেই আভা সার্জি সেন্টারকে আলোকিত করেছেন নিজের কর্ম দক্ষতায়

"যদি কেউ আলো জ্বালাতে মনে রাখে তবে অন্ধকার সময়েও আনন্দ পাওয়া যায়", – হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অফ আজকাবান

আসুন, আজ আভা সার্জি সেন্টারের সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। শ্রীমতী ভট্টাচার্য, যিনি এখন একজন প্রবীণ নাগরিক, 1985 সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন। সেই বছরই এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা দলের অংশ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এখানেই কাজ করছেন।

তখন এই সংস্থা অন্য নামে পরিচিত ছিল। সময়ের সাথে সাথে নাম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আনুগত্য, বিশ্বাস এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা কিছু কিছু কর্মচারীর মধ্যে একই থেকে গেছে – যেমন শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্যের।

আজ, আভা সার্জি সেন্টারের সবাই তাকে একজন নির্ভরযোগ্য মাতৃসম হিসাবে দেখে। তার এত বছরের অভিজ্ঞতা এবং হাতে কলমে কাজের দক্ষতা নিয়ে, শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্য গর্ভকালীন রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শের জন্য দেখাশোনা করেন। হাসপাতালটি যখন সুরু হয়েছিল, তখন থেকেই তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতায় কাজ করেছেন এবং রোগীরা তাদের পরামর্শের জন্য যথাযথ ক্রমে অপেক্ষা করেছে তাদের জন্য সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতেন।

তিনি এখন গৃহস্থালীর কাজের দায়িত্বও পালন করেন, যার মধ্যে রয়েছে আভা সার্জি সেন্টারের জনসাধারণের জায়গার, অফিস এবং চিকিৎসার জায়গার পরিচ্ছন্নতা এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্বাবধান এবং অনুমোদন।

প্রতিটি কর্মচারীর সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত সমস্যা হতে পারে যা তার কাজকে প্রভাবিত করে। যদি তারা একটি বড় সংকটের সম্মুখীন হয় যেখানে তাদের ব্যক্তিগত জীবন তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়, আপনি আশা করবেন না যে তারা তাদের সেরা অবস্থায় থাকবে। সম্ভবত, আপনি কল্পনা করবেন তারা ভেঙে পড়বে এবং ফিরে যাবে অথবা ভুক্তভোগী রুপে ফিরে আসবে। কিন্তু শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্য, যিনি প্রথমে তার স্বামী এবং তারপর তার সন্তানকে দুঃখজনকভাবে হারিয়েছেন, এমন নন। শোকের মাঝেও, তিনি তার পেশায় সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বরং, ব্যক্তিগত সংকটের পরে তার কাজ তার সুখের পথ হয়ে ওঠে।

আভা সার্জি সেন্টারের প্রধান – ড. বানী কুমার মিত্র, তিনটি বড় বৈশিষ্ট্য শ্রীমতী বিজলি ভট্টাচার্যকে, তালিকাভুক্ত করে বলেন, **"সহানুভূতিশীল। নিষ্ঠাবান। মাল্টিটাস্কার।"**

নিশ্চয়ই, আমরা সবাই শ্রীমতী ভট্টাচার্যের জীবনের খাতা থেকে একটি শিক্ষা নিতে পারি। তিনি সবচেয়ে পুরানো কর্মচারী হতে পারেন, কিন্তু তিনি নতুন জিনিস শেখার এবং নতুন, অতিরিক্ত ভূমিকা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী। সত্যিই, এটাই আসল অনুপ্রেরণা।

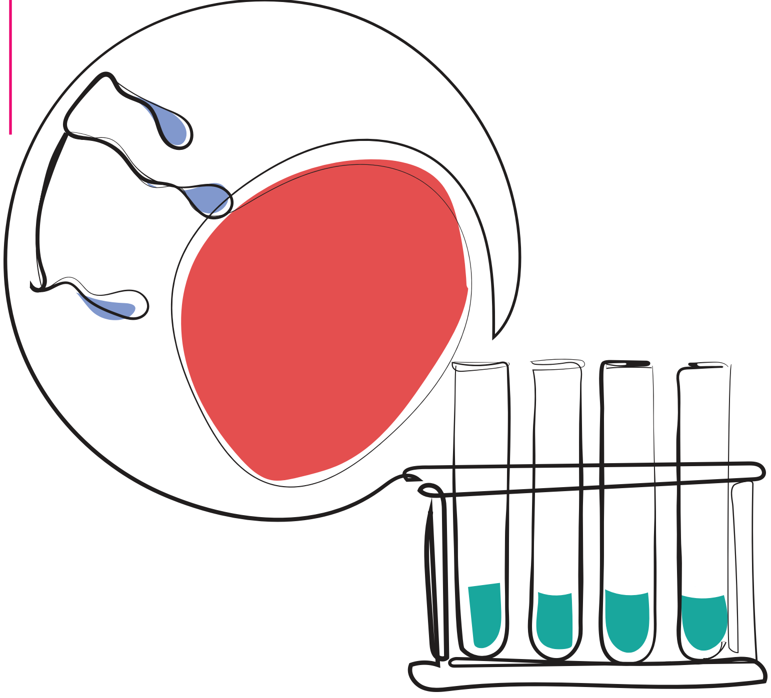

ক্যালাইডোস্কোপ

শ্রীমতী সুপর্ণা সমাদ্দার
(অ্যাকাউন্টেন্ট)
-এর তৈরি হ্যান্ডমেড জুয়েলারি

মাস্টার আমিশ কর
শ্রীমতী মিলি নন্দী (সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট)-এর পুত্র
গান করাই তার প্যাশন, বয়স ৮ বছর ৬ মাস

টিমের ছবি

আভা সার্জি সেন্টার-এর টিম

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ডক্টর বাণীকুমার মিত্র
এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ গ্রহণ করছেন

Editorial Team: **Sreeraj Mitra, Pamela Ghosh & Sukanyaa Chatterjee** | Creative Team: **Kolaz Infotainment**
Abha Surgy Centre 149 Biren Roy Road, Kolkata 700061, Phone: 98314 71220
Email: consultation@abhasurgery.com | Website: www.abhasurgy.com | Follow us on